
ভারত আমার
অমিতাভ চৌধুরী







"আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি"

উৎসর্গ
শ্রীযুক্ত তুষার কান্তি ঘোষ মহাশয়কে

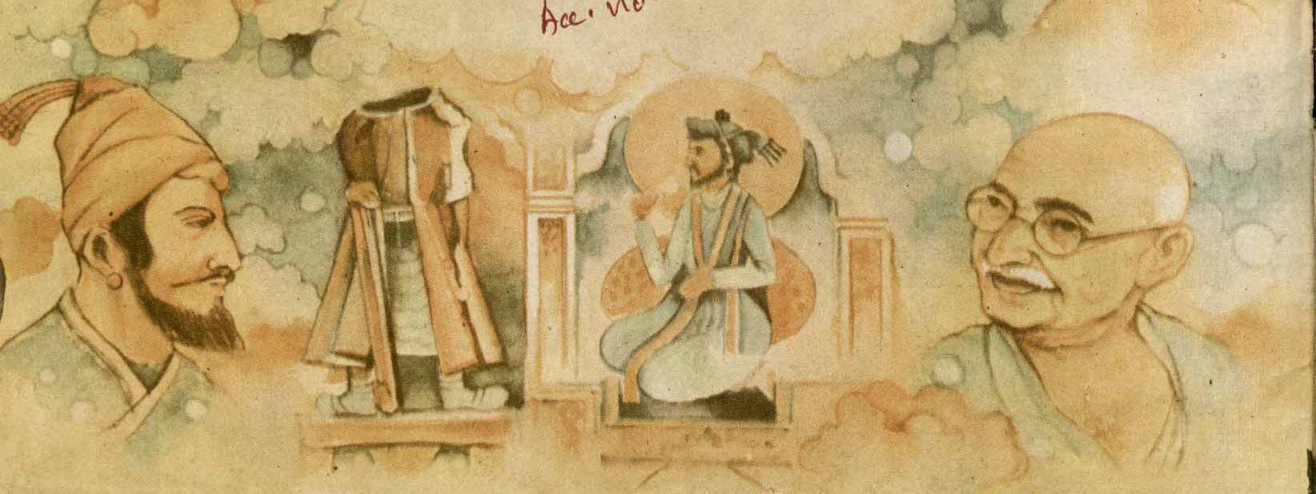
প্রথম প্রকাশঃ
বই মেলা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
সুব্রত চৌধুরী

প্রকাশক
মৃদুল চট্টোপাধ্যায়
সপ্তর্ষি, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

মুদ্রকঃ
গ্রাফিক অফসেট প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৯৬, সুন্দরী মোহন এ্যাভিনিউ, কলি-১৪

মূল্য—পাঁচ টাকা





ভারত আমার

ভারত-ইতিহাসের শুরু সিন্ধুনদের ধারে,
হরপ্পা আর মোন-জো-দারো সভ্যতা কয় তারে।
বাহির থেকে আর্যজাতি অনেক বছর পরে,
দলে দলে পঞ্চনদীর তীরে বসত করে।
গঙ্গানদীর দু'পার ধরে এগোয় তা'রা পুবে,
নানা জাতের মেশামেশি আসল গেল উবে।
ওরাই লেখে উপনিষদ ওরাই লেখে বেদ,
ওরাই শুরু করল দেশে জাতির বর্ণভেদ।
রামায়ণ ও মহাভারত পড়লে জানা যায়,
তখন কেমন ধারা ছিল দেশের চেহারায়।
কুরু পাঞ্চাল অঙ্গ মগধ ছিল মদ্রদেশ,
কত রকম রীতিনীতি কত রকম বেশ।
মহাবীর ও প্রভু বুদ্ধ দু'জন মহান গুরু,
জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন শুরু।
হর্যঙ্কের বংশে তখন রাজা বিম্বিসার,
তাঁরই ছেলে অজাতশত্রু বুদ্ধি ক্ষুরধার।









শিশুনাগের পরে পরে নন্দবংশ এলো,
ক্ষুদ্র যত রাজ্য ছিল বড়ই এলোমেলো।
সেই ফাঁকে এক রাজার কুমার মাসিডোনিয়ার,
পশ্চিমে সব দখল করেন আলেকজাণ্ডার।
পুরু রাজা লড়াই করে হার মেনেছেন শেষে,
তবু রাজার মর্যাদা পান দাঁড়িয়ে বীরবেশে।
তারও আগে সাইরাস ও দারায়ুস দুই বীর,
ইরান থেকে এসে দখল করেন সিন্ধুতীর।
বহ্লীক গ্রীক—তাঁদের নেতা ডেমেট্রিয়াস নাম,
ওঁরাও নিজের অধিকারে রাখেন নগর গ্রাম।
সেলুকাসকে হারিয়ে দিয়ে চন্দ্রগুপ্ত এসে,
মৌর্যবংশ শুরু করেন রাজ্য মগধ দেশে।
বাংলা থেকে আফগানদেশ বিরাট এলাকার,
তিনিই হলেন রাজার রাজা নিয়ে শাসনভার।
মেগাস্থিনিস এসেছিলেন মৌর্য-রাজধানী,
তাঁরই লেখা বিবরণে প্রাচীন খবর জানি।
চন্দ্র-পুত্র বিন্দুসার নাতি অশোক রাজা,
কলিঙ্গতে লড়াই করে অনেক তাজা তাজা
প্রাণকে মেরে অনুতপ্ত, ধর্মে হল মতি,
বুদ্ধদেবের শরণ নিলেন হিংসাতে দেন যতি।



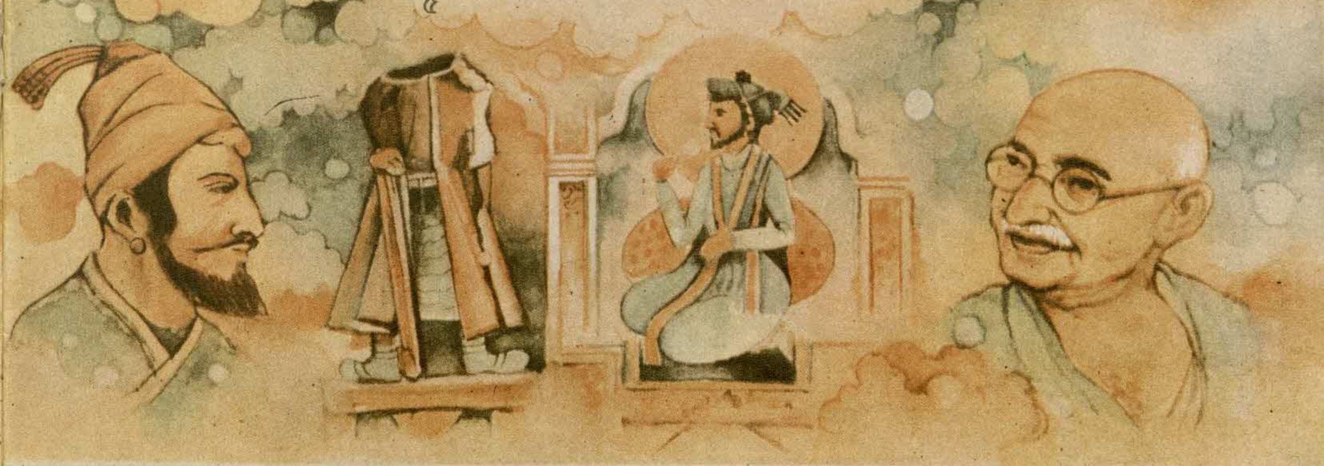






সব ধর্মই সমান ছিল অশোকরাজার ঠাঁই,
প্রিয়দর্শী প্রজাপালক তুলনা তাঁর নাই।
মৌর্যযুগের পরে সুঙ্গ পুষ্যমিত্র নামী,
কান্ব এবং সাতবাহনের সবাই যুদ্ধকামী।
কখন ওঠেন যশোবর্মন কখন মুক্তাপীড়,
কাটাকাটি মারামারি সব কিছু অস্থির।
কখন আসে শক পহ্লব কখন যবন হুন,
তোরমান ও মিহিরকুলে করল লুঠ ও খুন।
বংশ এবং অংশ নিয়ে চলছে হরির লুঠ,
কলচুরি বা কাকতীয় নয়ত রাষ্ট্রকূট।
চোলবংশে বিরাট রাজা শ্রীরাজেন্দ্র চোল,
দক্ষিণে খুব প্রতাপশালী থামান গণ্ডগোল।
পালবংশেও রাজ্যজয়ী ছিলেন মহাবলী,
ধর্মপাল ও দেবপালের নাম ওঠে উজ্জ্বলি।
পালরাজাদের পরে পুবে সেনরা এসেছেন,
বল্লালেরই পরে গৌড়ে রাজা লক্ষ্মণসেন।
তাঁর সময়েই বখতিয়ারের বাংলা আক্রমণ,
সুলতানীকাল শুরু হল তখন সন্ধিক্ষণ।
তারও আগে সিন্ধুদেশে আরব আগমন,
মহম্মদ বিন কাসিম আসেন দাহির হত হন।











গজনি থেকে আসেন ধেয়ে মাহ্‌মুদ সম্রাট,
সতের বার ভারতভূমি করেন লুটপাট।
সোমনাথ আর মথুরা হয় কেবলই তচনচ,
সামনে যাকে পেলেন তাকে অসি দিয়ে কচ।
পুরুষপুর বা পেশোয়ারে নিজের সদর গড়ে,
প্রবল প্রতাপ কুষাণ রাজা কনিষ্ক নাম ধরে।
যুদ্ধ করা তাঁর কাছেও ছিল ছেলেখেলা,
নানা রাজ্য জয়ের পরে বুদ্ধদেবের চেলা।
গুপ্তরাজা শাসক হয়ে বাড়ান সীমার ভুঁই,
স্কন্দ কুমার সমুদ্র আর চন্দ্রগুপ্ত-দুই।
সাহিত্য আর শিল্প নিয়ে চর্চা নানা স্তরে,
স্বর্ণযুগের নবরত্নসভা রাজার ঘরে।
মৌখরিদের হারিয়ে দিয়ে এলেন প্রভাকর,
থানেশ্বরে তেজী রাজা হর্ষ বীরবর।
বহু যুদ্ধ জয়ের পরে প্রয়াগে হন দাতা,
তিনিই তখন ভারতবর্ষে প্রধান পরিত্রাতা।
চালুক্যরাজ পুলকেশীর হাতে কিন্তু হার,
গৌড়দেশী শশাঙ্কও ছিলেন নির্বিকার।
হর্ষরাজার শাসনকালেই আসেন হিউয়েনসান,
যেমন আগে এসেছিলেন চীনেরই ফা হিয়ান।

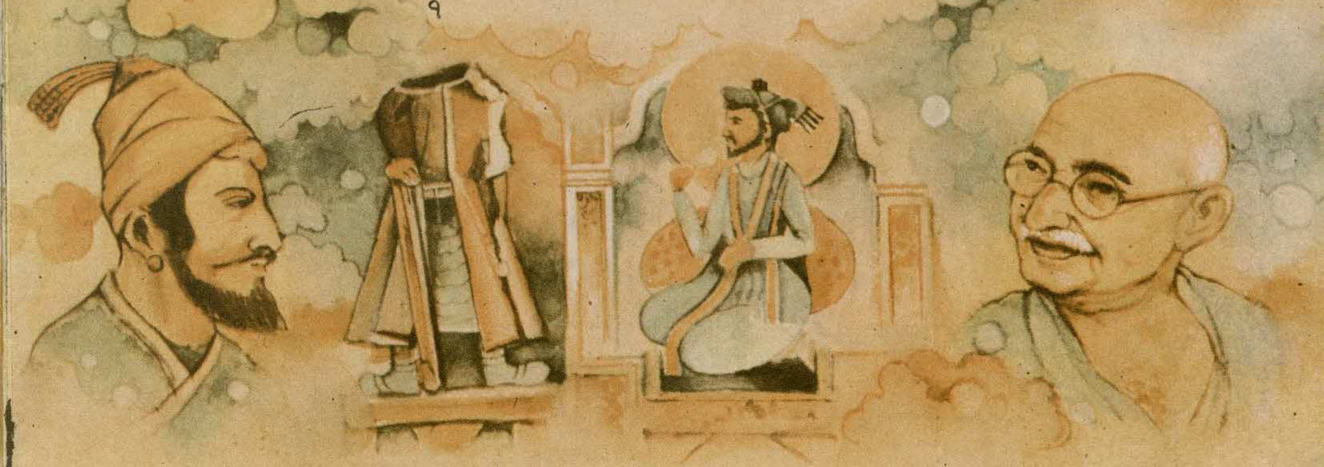








এই দু'জনের লেখায় ধরা দেশের মানুষজন,
কেমন ছিল তখন ভারত তারই বিবরণ।
দেশের নানা প্রান্তে তখন অনেক হেরফের,
গুর্জর ও প্রতিহার আর পাণ্ড্য চোল ও চের।
তৈমুর লং নাদির শাহা—এরাও ভীতি আনে,
দেশে ঢুকে নানা সময় মারে ধনে প্রাণে।
আলবেরুনি অন্য রকম এসেছিলেন একা,
তাঁর কেতাবে ভারত নিয়ে অনেক কথা লেখা।
দিল্লিপুরীর রাজপুত বীর চোহান পৃথ্বিরাজ,
বিশাল দেহ নিপুণ যোদ্ধা সদাই রণসাজ।
ঘোরপ্রদেশের মহম্মদে দিল্লি দিলে হানা,
পৃথ্বিরাজের মারের চোটে পালাল একটানা।
জয়চন্দ্রের কপটতায় ঘোরি এলেন ফের,
পৃথ্বিরাজকে মেরে নবাব দিল্লি মসনদের।
ঘোরির পরে দাসবংশীরা নিল শাসনভার,
কুতুবুদ্দিন ইলতুৎমিস এবং রিজিয়ার।
দাসের পরে খিলজি এল আলাউদ্দিন দড়,
একে একে করল দখল রাষ্ট্র ছোট বড়।
খিলজি শাসন বিদায় নিলে তুঘলক পায় গদি,
রাজ্য জুড়ে খামখেয়ালি চলল নিরবধি।

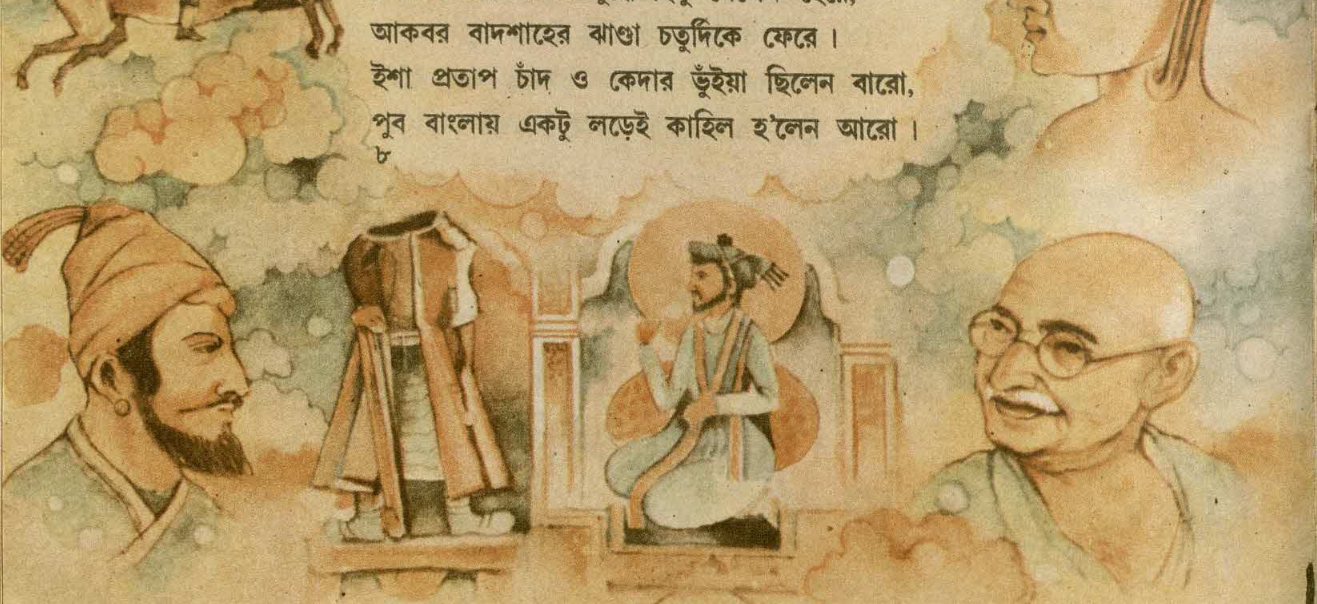






জুনা খাঁ তাঁর রাজধানীকে সরান দেবগিরি,
শখ মিটলেই সদলবলে এলেন দিল্লি ফিরি।
তুঘলক যায় সৈয়দ লোদি বাবর অতঃপর,
পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লড়াই ঘোরতর।
জঙ্গি নবাব বাবরশাহের আঘাতে হিমসিম,
লোদি বংশের হয় অবসান হারেন ইব্রাহিম।
মেবারপতি রাণা সঙ্গ দাঁড়ান সামনে তার,
খানুয়াতে তুমুল লড়াই তবু মানেন হার।
অবশেষে ভারতভূমে কায়েম মোগলরাজ,
বাবরের পর হুমায়ুনের মাথায় ওঠে তাজ।
এমন সময় পাঠান সিপাই শের খাঁ তাঁহার নাম,
হুমায়ুনকে হটিয়ে দিয়ে পুরান মনস্কাম।
পাঁচটি বছর বাদশা ছিলেন অনেক ছিল গুণ,
কিন্তু আবার লড়াই জিতে এলেন হুমায়ুন।
হুমায়ুনের ছেলে আকবর বিশ্বজোড়া যশ,
যেমন উদার তেমন বুদ্ধি সবাই হলো বশ।
দোসরা পানিপথের যুদ্ধে হিমু গেলেন হেরে,
আকবর বাদশাহের ঝাণ্ডা চতুর্দিকে ফেরে।
ইশা প্রতাপ চাঁদ ও কেদার ভুঁইয়া ছিলেন বারো,
পুব বাংলায় একটু লড়েই কাহিল হ'লেন আরো।









পদানত রাজপুতানার প্রবল রাণাগণ,
কেবল চিতোরগড়ের রাণা প্রতাপসিংহ নন।
হলদিঘাটায় হল লড়াই স্বাধীনতার লাগি,
পরাজিত হয়েও রাণা কৃপা নেননি মাগি।
ফৈজি ফজল তানসেন আর রাজা বীরবল ভাঁড়,
আকবর বাদশাহের সভায় গুণীর সমাহার।
তাঁরই ছেলে জাহাঙ্গিরের বেগম বুদ্ধিমান,
জগৎ আলো করেন তিনি নামে নুরজাহান।
জাহাঙ্গিরের পরে পাটে এলেন শাজাহান,
পত্নী মমতাজের নামে তাজমহল বানান।
দারা সুজা আওরংজেব মুরাদ নিয়ে চার,
শাজাহানের ছেলেরা সব—কিন্তু কেই বা কার।
আওরংজেব বড়ই চতুর ধর্মে নিষ্ঠাবান,
কাউকে কেটে কাউকে ছেঁটে হলেন গদিয়ান।
বৃদ্ধ পিতা শাজাহানকে রাখেন বন্দী করে,
জিজিয়া কর চাপান আবার হিন্দু প্রজার 'পরে।
চারদিকে তাঁর সৈন্য পাঠান করতে রাজ্য জয়,
পুব পশ্চিম যতেক রাজ্য অবনত হয়।
কেবল তাঁকে জ্বালিয়ে মারে মারাঠী এক বীর,
শিবাজী নাম অসীম সাহস যুদ্ধে মাথা স্থির।









'জংলি ইঁদুর' বলেও তাঁকে আনা যায়নি বাগে,
গোপন হানা দিয়ে কাবু করেন আগেভাগে।
ধীরে ধীরে উচ্চতর মারাঠাদের শির,
আলাদা এক স্বাধীন রাজ্য হল শিবাজির।
রণে ক্লান্ত আওরংজেব মারা যাবার পরে,
মোগলরাজ্য হয় খানখান দিল্লিও নড়বড়ে।
বাহ্‌মনি আর বিজয়নগর স্বাধীন হয়ে রয়,
মারাঠা শিখ জাঠকে নিয়ে দিল্লিশাহীর ভয়।
শাহ্‌আলম আর ফরুখশিয়র কাঁপেন থরথর,
রাজ্য শাসন করতে বিফল মোগল বংশধর।
আহ্‌মদশাহ্ আবদালিও এলেন অসি হাতে,
তেসরা পানিপথে জেতেন পেশোয়াদের সাথে।
চতুর্দিকে অস্থিরতা নৈরাজ্যের ছাপ,
যেমন খুশি জবরদখল চাপের উপর চাপ।
সেই সুযোগেই ইউরোপীরা ব্যবসা করার নামে,
গ্রামে গঞ্জে ঢুকে পড়ে বন্দরে নাও থামে।
কালিকটে জাহাজ ভেড়ায় ভাস্কোডিগামায়,
বিদেশীদের নজর পড়ে ভারত-দরিয়ায়।
পর্তুগিজের পিছন আসে ফরাসী ইংরেজ,
বণিক তবু শাসক হতে দেখায় কেবল তেজ।









বম্বে সুরাট মাদ্রাজ যায় যায়রে কলকাতা,
মনে মনে ফন্দি আঁটে চারদিকে ফাঁদ পাতা।
বাংলাদেশে নবাব সিরাজ আলিবর্দির নাতি,
ধূর্ত ভীষণ রবার্ট ক্লাইভ দু'য়ে হাতাহাতি।
ভারত-ভাগ্য ঠিক করে দেয় পলাশি-বকসার,
সিরাজ এবং মির কাশিমের যুদ্ধে হল হার।
ধীরে ধীরে সারা ভারত দখল নিল তারা,
কৌশল আর কুমতলবে দেশ হল হাতছাড়া।
হায়দরালির ছেলে টিপু মহীশূরের শূর,
ইংরেজদের সঙ্গে লড়ে গেলেন স্বর্গপুর।
শিখের রাজা রঞ্জিৎ সিং শুধু হননি নত,
মারাঠাদের কমলো প্রভাব বহু নেতাই হত।
নামকোয়াস্তে বাহাদুরশাহ দিল্লিতে বাদশাহা,
অনেক বছর এমনি গেল হায়রে স্বদেশ আহা।
অবশেষে ছড়িয়ে দিলেন বিদ্রোহেরই বাণী,
নানাসাহেব তাঁতিয়া আর লক্ষ্মী—ঝাঁসির রাণী।
সারা দেশের ছাউনিগুলোয় হঠাৎ একটি ভোরে,
সিপাহিরা আঘাত হানে একই সঙ্গে জোরে।
কিন্তু সবই বিফল হল ব্যর্থ মুক্তিরণ,
বৃদ্ধ বাহাদুরশাহাকে ব্রহ্মে নির্বাসন।



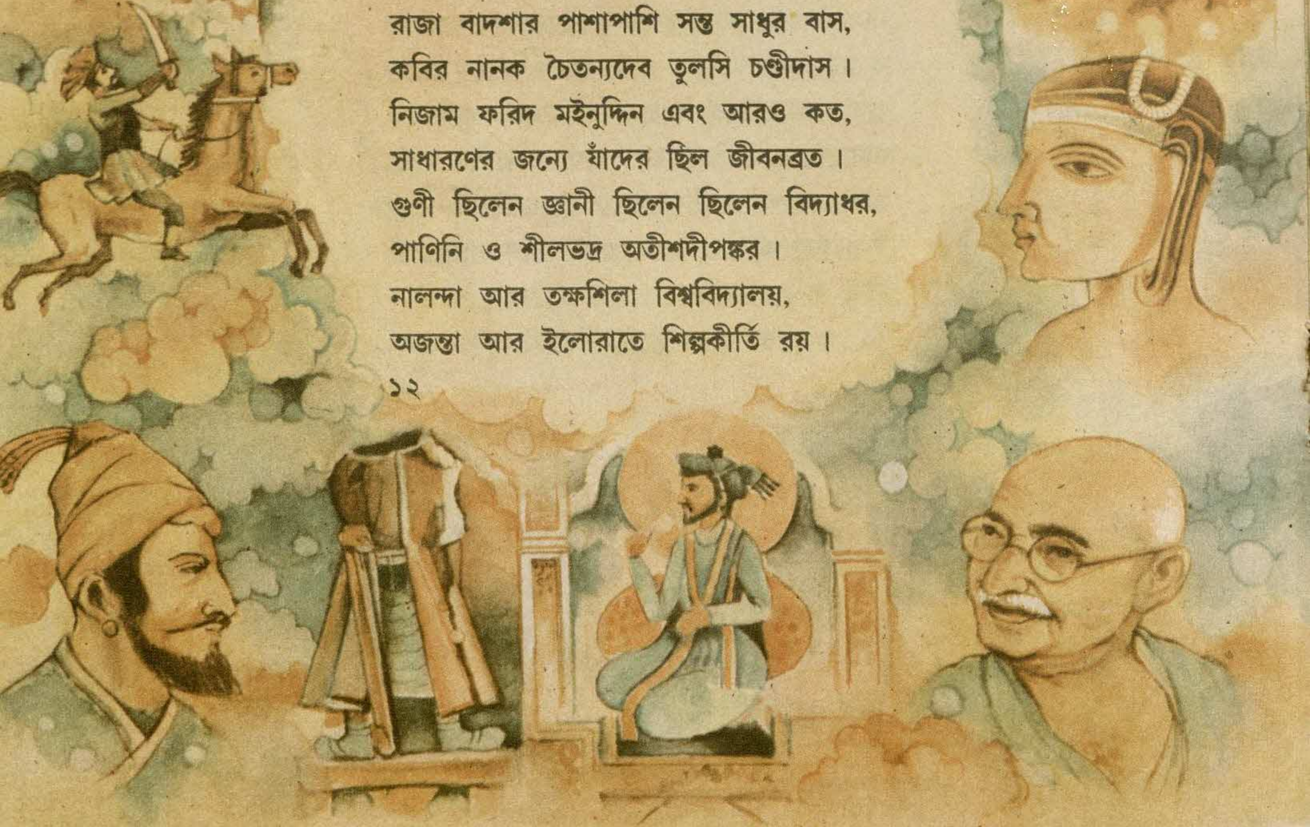








আসমুদ্রহিমাচলের শাসন হাতে নিয়া,
নয়া ফরমান জারি করেন রাণী ভিক্টোরিয়া।
পাঠান গেল মোগল গেল তারপর ইংরাজ,
পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি সবাই যুদ্ধবাজ।
রাজায় রাজায় লড়াই চলে উলুখাগড়া প্রজা,
সাধারণে আঙুল চোষে রাজার জন্যে গজা।
দেশের মানুষ যেমন ছিল তেমনি বরাবর,
লাঙল টানে মাকু চালায় দুঃখ নিয়ে ঘর।
রাজার সঙ্গে আঁতাত করে পুরুত সম্প্রদায়,
মৌলভিও দু'চার জনা দেশটা লুটে খায়।
তারই মাঝে অন্য জগৎ ছিলেন মহাপ্রাণী,
ওঁরাই তখন শুনিয়েছেন সাম্য প্রেমের বাণী।
রাজা বাদশার পাশাপাশি সন্ত সাধুর বাস,
কবির নানক চৈতন্যদেব তুলসি চণ্ডীদাস।
নিজাম ফরিদ মইনুদ্দিন এবং আরও কত,
সাধারণের জন্যে যাঁদের ছিল জীবনব্রত।
গুণী ছিলেন জ্ঞানী ছিলেন ছিলেন বিদ্যাধর,
পাণিনি ও শীলভদ্র অতীশদীপঙ্কর।
নালন্দা আর তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়,
অজন্তা আর ইলোরাতে শিল্পকীর্তি রয়।







সাঁচি বেলুড় চিদাম্বরম মাণ্ডু মাদুরার,
খাজুরাহো কোনারকে মূর্তি চমৎকার।
দরজা-বুলন্দ কুতবমিনার আবুপাহাড় ঘিরে,
কত রকম কারুকার্য মসজিদে মন্দিরে।
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কাব্যে কালিদাস,
কহ্লন আর বানভট্টে লেখেন ইতিহাস।
আর্যভট্ ও দুই ভাস্কর জ্যোতির্বিদ্যাবান,
শূন্য এবং দশমিক তো এই ভারতের দান।
নাগার্জুন ও অশ্বঘোষের খ্যাতি অনেক দিকে,
চরক এবং সুশ্রুতেও সংহিতা যান লিখে।
খসরু আমির তানসেন ও সদারঙের গান,
এক সাথে দুই হাত মেলালো হিন্দু মুসলমান।
নানান নদীর নানান ধারা অনেক ঘুরে ফিরে,
সব মিলিয়ে এক হয়েছে ভারতসাগর তীরে।
আর্য দ্রাবিড় মঙ্গোলিয়ান নেগ্রিটো অসট্রিক,
হিন্দু মুসলমান খৃস্টান পার্সি বৌদ্ধ শিখ।
এক রাজা যান অন্য আসেন বদলে চলে প্রভু,
জনসাধারণের সবাই এক হয়েছে তবু।
সেই ভারতের দুর্দশাতে চক্ষে ঝরে জল,
রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তাতে পাই বল।



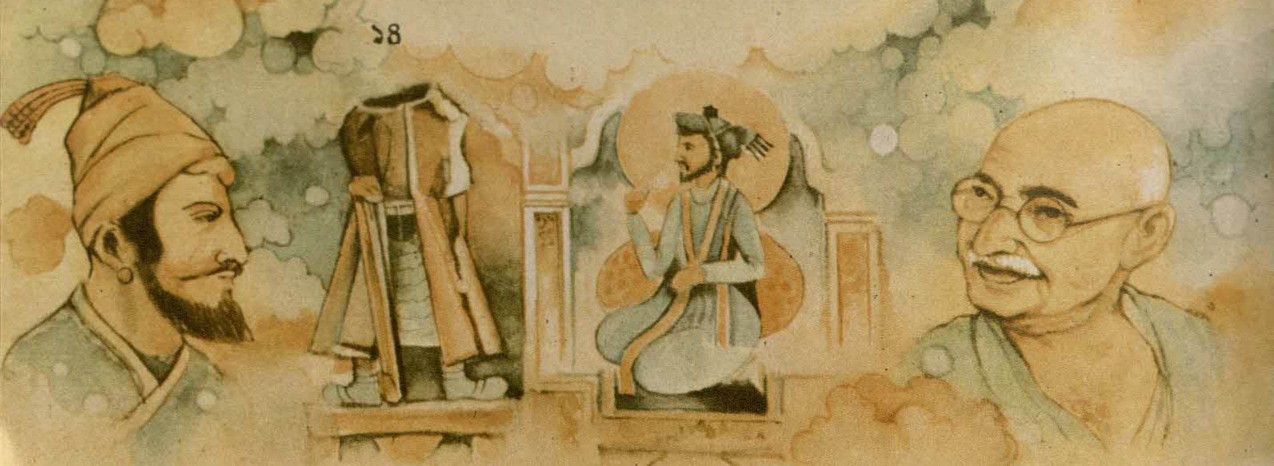






নবযুগের সূচনা হয় নতুন মন্ত্র শিখি,
স্বাধীন হওয়ার জন্যে সবাই রক্তে শপথ লিখি।
এক জাতি এক প্রাণের জন্যে জন্ম কংগ্রেসের,
রদ করলাম বঙ্গবিভাগ জঙ্গী কার্জনের।
রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর এবং স্বামীজির,
রচনা ও কর্মে জাগি, বহু বিপ্লবীর;
প্রাণের ডালি নিতে বাজে ঘর ছাড়ানো বাঁশি,
চাপেকর ও ক্ষুদিরামের হল হায়রে ফাঁসি।
দিকে দিকে ওঠে আওয়াজ বন্দেমাতরম্,
এলেন নানারকম নেতা নরম ও গরম।
সুরেন্দ্রনাথ রাসবিহারী চিত্ত মতিলাল,
অরবিন্দ গোখলে টিলক লালা বিপিন পাল।
জহর সুভাষ সরোজিনী আজাদ বাদশা খান,
দেশের এবং দশের জন্যে করেন জীবন দান।
সবার উপর ছিলেন নেতা গান্ধীমহারাজ,
ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে আমরা স্বাধীন আজ।
একটি শুধু খেদ রয়েছে গভীর ক্ষতের দাগ,
দু'পাশে দুই পড়ল ছুরি ভারতমাতা ভাগ।







কখন কে, কখন কী

আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ৩০০০ ॥ সিন্ধু উপত্যাকার সভ্যতা

" " ২৫০০—২০০০ প্রথম আর্য আগমন, বৈদিকযুগ

" " ১৪০০ ॥ গাঙ্গেয় সমতলে আর্য উপনিবেশ

খৃস্টপূর্ব ৫৬৬ ॥ গৌতম বুদ্ধের জন্ম

" ৫৪০ ॥ মহাবীর বর্ধমানের জন্ম

" ৫৪৪—৪৯৩ ॥ বিম্বিসারের শাসন

" ৪৯৩—৪৬১ ॥ অজাতশত্রুর শাসন

" ৪১৩—৩৪৫ ॥ শিশুনাগ বংশের শাসন

" ৩৪৫—৩২৪ ॥ নন্দবংশের শাসন

" ৩২৭ ॥ আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ

" ৩২২ ॥ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আবির্ভাব

" ২৬৯ ॥ সিংহাসনে অশোক

" ১৮৩ ॥ সুঙ্গ বংশের শাসন শুরু

" ১৭১ ॥ সিন্ধু উপত্যকায় পহ্লব শাসন

খৃস্টাব্দ ৪—৪৮ ॥ তক্ষশিলায় পহ্লব রাজত্ব

" ১০০ ॥ সিংহাসনে কণিষ্ক

" ৩২০ ॥ গুপ্তযুগ শুরু, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের শাসন









" ৩৩০ ॥ সিংহাসনে সমুদ্রগুপ্ত
" ৩৭৫—৮০ ॥ সিংহাসনে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
" ৩৯৯ ॥ ভারতে ফা হিয়ান
" ৪৯৫ ॥ হুন তোরমানের পাঞ্জাব দখল
" ৫৩০ ॥ মালবরাজ যশোবর্মনের হাতে হুনদের পরাজয়
" ৬০০ ॥ কনৌজের সিংহাসনে হর্ষবর্ধন
" ৬০৬ ॥ গৌড়ে শশাঙ্কের অভ্যুদয়
" ৬৩০—৪৪ ॥ হিউয়েনসাঙের ভারত ভ্রমণ ।
" ৬৩৪ ॥ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে হর্ষের হার ।
" ৬৪১ ॥ হর্ষবর্ধনের মগধ অধিকার
" ৭১২ ॥ মহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু আক্রমণ
" ৭৭০—৮১০ ॥ ধর্মপালের রাজত্ব
" ৮১০—৮৫০ ॥ দেবপালের রাজত্ব
" ১০০১ ॥ সুলতান মাহমুদের প্রথম আক্রমণ
" ১১৫৮—১১৭৯ ॥ গৌড়ে বল্লালসেনের শাসন
" ১১৭৯—১২০১ ॥ গৌড়ে লক্ষ্মণসেনের শাসন
" ১১৯১ ॥ পৃথ্বিরাজ ও মহম্মদ ঘোরির প্রথম যুদ্ধ, তরাইনে
" ১১৯২ ॥ পৃথ্বিরাজ ও মহম্মদ ঘোরির দ্বিতীয় যুদ্ধ, তরাইনে
" ১২০৬ ॥ দিল্লিতে সুলতানী দাসরাজত্ব শুরু
" ১২৯৬—১৩১৬ ॥ আলাউদ্দিন খিলজির রাজত্ব





খৃস্টাব্দ ১৩২৫—১৩৫১ ॥ জুনাখাঁ মহম্মদ তুঘলকের রাজত্ব

" ১৩৩৩ । ইবন বতুতার ভারত দর্শন

" ১৩৯৮ ॥ তৈমুর লঙের আক্রমণ

" ১৪১৪—১৪৫১ ॥ সৈয়দ বংশের শাসন

" ১৪৯৮ ॥ ভাস্কো ডি গামার আগমন

" ১৫২৬ ॥ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ—বাবর ও ইব্রাহিম লোদির

" ১৫২৭ ॥ রাণা সঙ্গর সঙ্গে খানুয়ার যুদ্ধ

" ১৫২৬—৩০ ॥ বাবরের শাসন

" ১৫৩০ ॥ হুমায়ুনের শাসন শুরু

" ১৫৪০ ॥ শের শাহের সিংহাসন দখল

" ১৫৪৫ ॥ সিংহাসনে আবার হুমায়ুন

" ১৫৫৬ ॥ সিংহাসনে আকবর। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ—আকবর ও হিমুর

" ১৫৬২ ॥ আকবরের পূর্ণ কর্তৃত্ব

" ১৫৭৬ ॥ হলদিঘাটার যুদ্ধ—আকবর ও রাণা প্রতাপ সিংহের

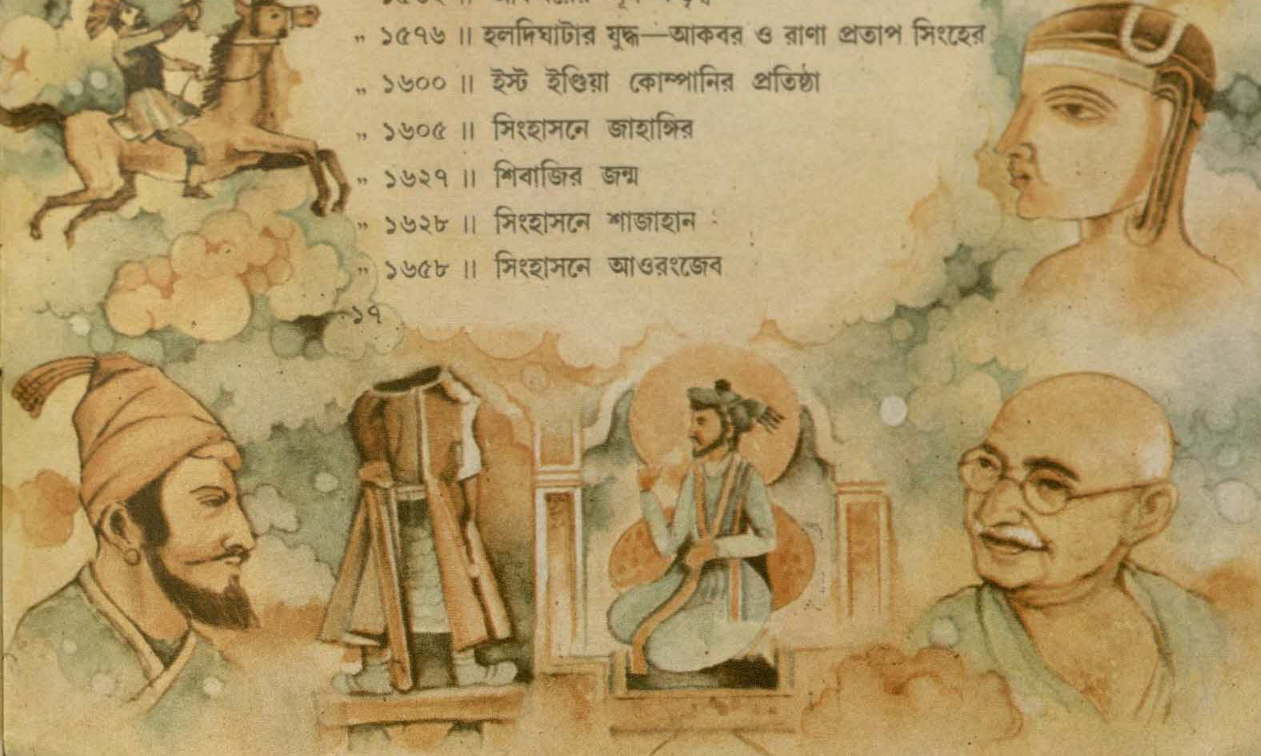
" ১৬০০ ॥ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা

" ১৬০৫ ॥ সিংহাসনে জাহাঙ্গির

" ১৬২৭ ॥ শিবাজির জন্ম

" ১৬২৮ ॥ সিংহাসনে শাজাহান

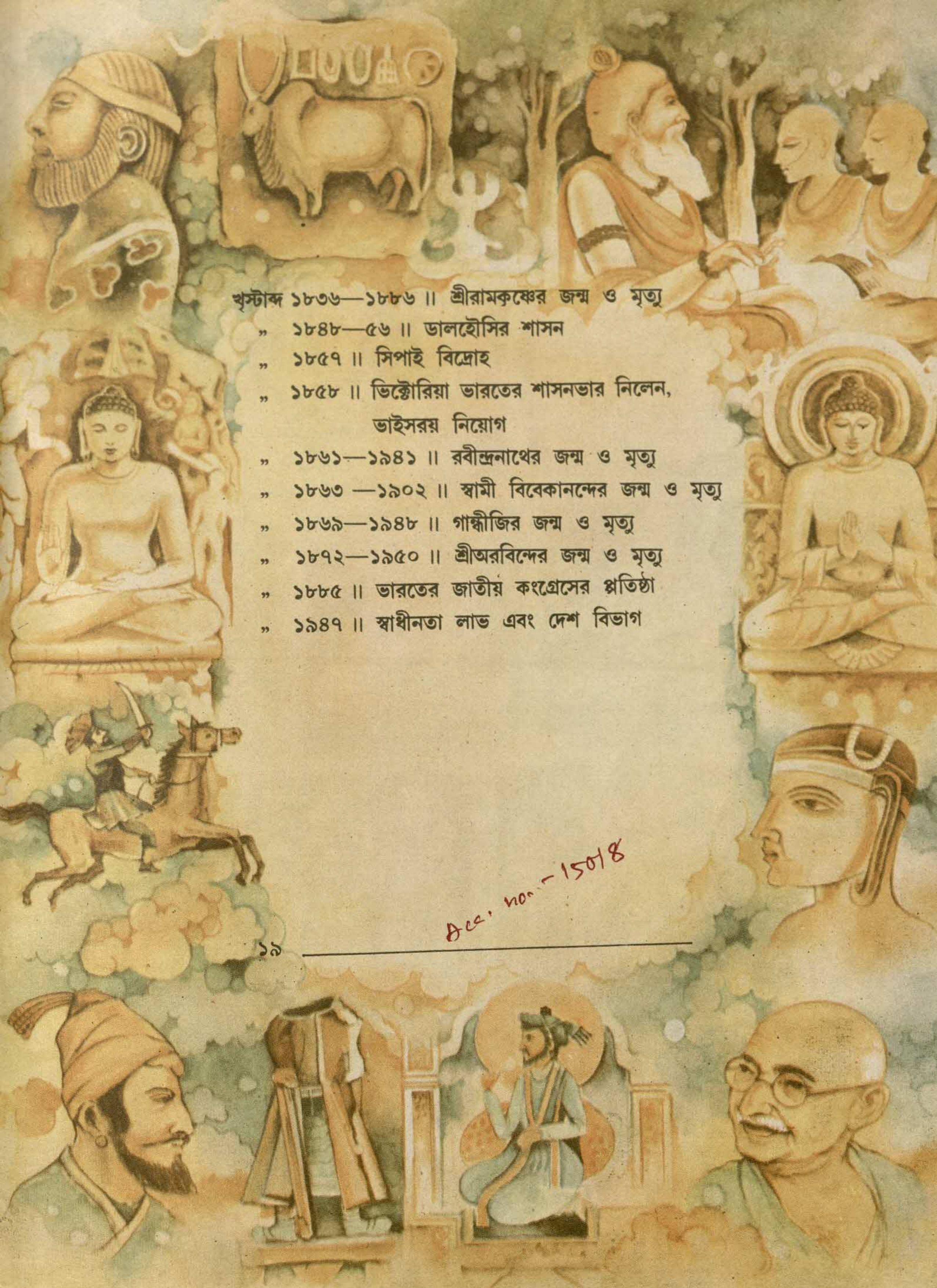
" ১৬৫৮ ॥ সিংহাসনে আওরংজেব





খৃস্টাব্দ ১৬৭৪ ॥ শিবাজির অভিষেক
" ১৭৩৯ ॥ নাদির শাহের আক্রমণ
" ১৭৬১ ॥ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ—আবদালি ও পেশোয়ার
" ১৭০৮ ॥ গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্ম
" ১৭৫৬ ॥ সিরাজৌদ্দল্লার শাসন
" ১৭৫৬—৬০ ॥ রবার্ট ক্লাইভের শাসন
" ১৭৫৭ ॥ পলাশীর যুদ্ধ
" ১৭৬৪ ॥ বকসারের যুদ্ধ
" ১৭৭২—৮৫ ॥ হেস্টিংসের শাসন
" ১৭৭২—১৮৩৩ ॥ রাজা রামমোহনের জন্ম ও মৃত্যু
" ১৭৮০ ॥ রাজা রঞ্জিৎ সিংহের আবির্ভাব
" ১৭৮০ ॥ হায়দর আলির যুদ্ধ ঘোষণা
" ১৭৮৬—৯৩ ॥ কর্ণওয়ালিশের শাসন
" ১৭৯৩ ॥ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
" ১৭৯৮—১৮০৫ ॥ ওয়েলেসলির শাসন
" ১৭৯৯ ॥ টিপু সুলতানের মৃত্যু
" ১৮১৭—১৯০৫ ॥ দেবেন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু
" ১৮২০—১৮৯১ ॥ বিদ্যাসাগরের জন্ম ও মৃত্যু
" ১৮২৮—৩৫ ॥ বেন্টিঙ্কের শাসন
" ১৮২৯ ॥ সতীদাহপ্রথার বিলোপ





খৃস্টাব্দ ১৮৩৬—১৮৮৬ ॥ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম ও মৃত্যু
" ১৮৪৮—৫৬ ॥ ডালহৌসির শাসন
" ১৮৫৭ ॥ সিপাই বিদ্রোহ
" ১৮৫৮ ॥ ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার নিলেন,
ভাইসরয় নিয়োগ
" ১৮৬১—১৯৪১ ॥ রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু
" ১৮৬৩ —১৯০২ ॥ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ও মৃত্যু
" ১৮৬৯—১৯৪৮ ॥ গান্ধীজির জন্ম ও মৃত্যু
" ১৮৭২—১৯৫০ ॥ শ্রীঅরবিন্দের জন্ম ও মৃত্যু
" ১৮৮৫ ॥ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা
" ১৯৪৭ ॥ স্বাধীনতা লাভ এবং দেশ বিভাগ



ভারত আমার

অমিতাভ চৌধুরী